মনঘুড়ি

স্পর্শজ্যোতি নাথ

সে বিক্ষিপ্ত, সে উন্মুক্ত, সে উড়তে চায়,
সে নিজেকে বন্দি করে ও রাখে,
সে খামখেয়ালি, সে ভীষণ সতর্ক,
সে কর্কশ বদমেজাজি, সে মসৃন-সরল,
সে ছিটগ্রস্ত অদ্ভুত স্বভাব, সে মায়াবী, মধুর
স্নেহময়,
সে মনমরা ও অব্যবস্থিতচিত্ত।
সে সমুজ্জ্বল হাসিমাখা প্রেরণাময়,
সে ঘুমন্ত, সে সচল, সে নিরাকার মহাপ্রলয়,
সে অশ্রুসিক্ত, সে হাস্যোজ্জ্বল,
সে প্রলাপবাদী, সে চুপচাপ,
সে ক্ষণস্থায়ী পরাজয়, নিশ্চিত মহাবিজয়। সে
প্রবহমান স্রোতকে হার মানায়,
সে যত্রতত্র নিক্ষেপণ, খুঁজে বেড়ায়
সমান্তরাল আলিঙ্গন,
সে অনাবিল চিত্রায়ণ, অস্থির গমন,
তারে বেঁধে রাখা দুঃসাধ্য, আবার সে মায়ার
বাঁধনে জব্দ।
সে নিজেই সক্ষম-পরাক্রমী---
তার উত্থান পতনে কেন থাকবে অন্যের
কারসাজি....!!
সে আমার কাছে ও অমূল্য---,
সে তোমার কাছে ও অতি মূল্যবান.....!
সে অভিমানী-গম্ভীর, সে ক্লান্ত-
সে বিভ্রান্ত, সে দুর্বার দুরন্ত----!
মনঘুড়ির লাটাই- সূতো----
সে তো আমারই হাতে সাজানো---
আমি নিজেই মালিক, নিজেই প্রহরী-
কেন হবে সে অন্য হাতের পুতুল
ঘড়ি.....!!!!!